জলাশয়ের ইজারা যেন মৎস্যজীবী ছাড়া কেউ না পায়: ফরিদা আখতার

জলাশয়ের ইজারা যেন মৎস্যজীবী ছাড়া কেউ না পায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

তিনি বলেন, “জলাশয়ের ইজারা যেন শুধুমাত্র মৎস্যজীবীরাই পান, সেটি পর্যালোচনার মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি ভূমি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।”

এ সময় তিনি মুনাফার আশায় মাছ ও গবাদিপশুকে অস্বাস্থ্যকর খাবার ও ওষুধ ব্যবহার না করার আহ্বান জানান।

বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খামারিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ফরিদা আখতার আরও বলেন, “দখল ও দূষণের কারণে সারাদেশে হাওর-বাওড়সহ অন্যান্য জলাশয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং মৎস্যজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।”

তিনি আরও বলেন, “মানুষের যেমন নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনই পশুখাদ্যের নিরাপত্তাও জরুরি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে।”

মতবিনিময় সভায় কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহা. আব্দুল ওয়াদুদসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের খামারি ও সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসক হিসাবে দর্শনা পৌরসভায় তাসফিকুর রহমানের যোগদান

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন করে স্বৈরাচারী সরকারকে বিদায় হওয়ার পর গত ১৯ আগষ্ট সারা দেশে স্থানীয় সরকার বিভাগের মেয়র পদ অপসারন করেন। অপসারনের পর দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসক হিসাবে যোগদান করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌর ১ শাখার ১৮ আগস্টে ২০২৪ ইং তাং নিয়োগ প্রাপ্ত হন। গত ১৯ শে আগস্ট দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসাবে যোগদান করেন।

গতকাল মঙ্গলবার ১ম কর্ম দিবসে দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে বিকাল ৪ টায় পৌর হলরুমে মত বিনিময় করেন।

দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক তাসফিকুর রহমান বলেন মানুষের সেবায় হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, দর্শনা পৌরবাসি সেবা গ্রহণ করতে এসে কেউ যেন হয়রানি শিকার না হয়। আমি শুনেছি পূর্বের মেয়র সাহেব ভালমনের মানুষ ছিলেন। মেয়র সাহেবের কাছে সেবা নিতে এসে খুশি মনে বাড়ি ফিরতেন পৌরবাসি। সেই সেবা আপনাদের মাধ্যমে দিতেন। আমিও চায় আপনাদের সাথে নিয়ে মানুষের সেবা দিতে। একই সাথে আপনাদের কে হুশিয়ারী করে বলতে চায় এখানে কোন দুর্নীতির সুযোগ নাই যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সাথে সাথে আইনি ব্যবস্থা নেব। জনগণের চাহিদা থাকে রাস্তাঘাট ড্রেন পরিষ্কার, রোড লাইট সহ জন্ম মৃত্যু সনদ সহজে সহায়তা করা। একই সাথে পৌর কর্মচারীদের বকেয়া বেতনভাতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। মত বিনিময় সভায় আরও আলোচনা করেন দর্শনা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী ভারপ্রাপ্ত সচিব সাজেদুল আলম, পৌর কর নির্ধারক সরোয়ার হোসেন, কর আদায়কারী আরিফিন হোসেন, কার্য সহকারী হারুন অর রশিদ, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, সহকারী কর আদায়কারী জাহিদুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা।

কারা পেলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলায় প্রশাসকের দায়িত্ব

মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে জেলা পরিষদের প্রশাসক, স্থানীয় সরকার উপপরিচালক (ডিডি এলজি) কে মেহেরপুর পৌর সভার প্রশাসক , অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)কে গাংনী পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

রোববার (১৮ আগস্ট) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকার এতদ্বারা ‘জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’ এর ধারা-৮২ক প্রয়োগ করে বাংলাদেশের সকল (পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতীত) জেলা পরিষদগুলোতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করলো।

আটটি বিভাগীয় জেলায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারদের (সার্বিক) জেলা পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫৩ জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকরা (ডিসি) জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া মেহেরপুরের তিন উপজেলার স্ব স্ব ইউএনওকে উপজেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।